International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর শরীর মোবারক থেকে নির্গত অতিরিক্ত বস্তুসমূহ: একটি পর্যালোচনা

The Substances Emitted from the Blessed Body of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam: An Analytical Study

Dr. Mohammad Morshedul Hoque[1], **Mohammad Rabiul Alam**[2]

[1]Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Chittagong, Chattogram, Bangladesh.
[2]Lecturer, Department of Islamic Studies, University of Chittagong, Chattogram, Bangladesh.

প্রতিপাদ্যসার

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামা সৃষ্টিজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও মহামানব। মানুষ হিসেবে মানবীয় বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক; তবে তাঁর মানবীয় গুণাবলি সকল মানুষের গুণাবলি থেকে স্বতন্ত্র ও তুলনাবিহীন। মানুষ হিসেবে তিনি পেশাব-পায়খানাও করতেন; তবে তাঁর পেশাব-পায়খানা মোবারক অন্য কোনো মানুষের পেশাব-পায়খানার সাথে তুল্য নয়। তবুও তিনি পেশাব-পায়খানার পরে ইস্তিঞ্জা ও পবিত্রতা অর্জন করতেন। ইস্তিঞ্জা করার এসব হাদিস শরিফ দিয়ে কোনো কোনো আলিম প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, তাঁর পেশাব, পায়খানা ও রক্ত মোবারক পবিত্র নয়। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ট ফকিহদের মতে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সমুদয় ফাদালাত (শরীর মোবারক থেকে নির্গত অতিরিক্ত বস্তু) বিশেষকরে পেশাব, পায়খানা ও রক্ত মোবারক ইত্যাদি পবিত্র। আরেকটি মত হলো, এগুলো তাঁর উম্মতের জন্য পবিত্র; তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র অতুলীয় মর্যাদার বিবেচনায় তাঁর নিজের জন্য পবিত্র নয়। এসব মতভেদের কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রবন্ধে তাদের দলিল পর্যালোচনা করে যৌক্তিক মতটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিভাজন দূরিভুত হয়। এ প্রবন্ধে গুণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা মনে করে, শেষোক্ত মতটিই অধিকতর যৌক্তিক।

Abstract

The Prophet Mohammad (peace and blessings of Allah be upon him) is the greatest creation and the noblest human being. As a human, it is natural for him to possess human characteristics; however, his qualities were unique and unparalleled compared to any other human. Although he performed bodily functions such as urination and defecation, these were not comparable to those of ordinary humans. Nevertheless, Nevertheless, he would perform ablution and attain purity after urinating and defecating. Some scholars have attempted to argue, based on certain hadiths regarding his practice of *istinja*, that his urine, feces, and blood were not pure. On the other hand, according to the majority of jurists, all the fadalat (extra fluids released from the blessed body) of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) are pure, especially urine, defecation and blessed blood. Another opinion holds that these substances are pure for his *ummah* but, given his unparalleled stature, they may not be considered

pure for him personally.These differing opinions have caused division within the Muslim community. This article seeks to analyze the evidence for these views and present the most logical opinion to resolve this division. A qualitative method has been employed in this article. The conclusion reached is that the last opinion is the most reasonable and appropriate.

বিষয়সূচক শব্দসমূহ (Keywords): নবি-রাসুল (Messenger-Prophet), মুহাম্মদ (Mohammad), ফাদালাত (excreta), রক্ত (blood), ঘাম (sweat), থুথু (spit)।

ভূমিকা

নবি-রাসুল আলাইহিমুস সালাম মহামানব বটে তবে সাধারণ মানব নন। তাঁদের প্রত্যেক কিছুই সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন ও অতুলনীয়। তাঁদের ফাদালাত মোবারক যেমন ঘাম, থুথু ও চুল বিশেষকরে পেশাব, পায়খানা ও রক্ত মোবারক ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মতো ছিলো না। বিশেষত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পেশাব, পায়খানা ও রক্ত মোবারক সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন ছিলো। এগুলো সুগন্ধময় ও সুস্বাদু ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শৌচাগার থেকে আসার পর অনেক সাহাবি পায়খানা মোবারক দেখতে চেয়েও দেখতে পারেননি; কারণ মাটি এগুলো পাওয়ার সাথে সাথেই নিজ উদরে ধারণ করে নিতেন। কেউ কেউ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র হাজতস্থলে গিয়েও এসবের সুগন্ধি ছাড়া বাহ্যিক কোনো নিদর্শন পাননি। তাঁরা এসব বস্তুর সুগন্ধি আস্বাদন করতেন। সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র থুথু ও নাক মোবারকের শ্লেষ্মা পর্যন্ত মাটিতে পড়তে দিতেন না; বরং তাঁরা এসব গ্রহণ করে নিজেদের শরীরে মেখে নিতেন। অথচ সাধারণ মানুষের এসব বস্তু নিজ শরীরে মাখা তো বহু দূরের কথা; বরং এগুলো দেখতেও ঘৃণা হয়। যেখানে মানুষের রক্তের স্বাদ নোনতা, সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র রক্ত মোবারকের স্বাদ মধুর মতো মিষ্টি। এসব থেকেও সহজে অনুমেয় যে, সাইয়িদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র কোনো কিছুই সাধারণ মানুষের সাথে যে তুল্য নয়, তা বলা ও বোঝার অপেক্ষা রাখে না।

রাসুলুল্লাহর ফাদালাত

রাসুলুল্লাহর দুই ধরণের ফাদালাত রয়েছে। প্রথমত পেশাব, পায়খানা ও রক্ত মোবারক ইত্যাদি। আরেক প্রকার ফাদালাত হলো ঘাম, থুথু, চুল, নাকের শ্লেষ্মা ইত্যাদি। দ্বিতীয়প্রকার ফাদালাত পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে প্রথম প্রকার ফাদালাত পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

প্রথমপ্রকার ফাদালাতের বর্ণনা

এ বিষয়ে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। নিম্নে এসব অভিমত দলিলসহ উল্লেখ করে পর্যালোচনা করা হলো।

প্রথম অভিমত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পেশাব, পায়খানা ও রক্ত মোবারক ইত্যাদি পবিত্র। এটি ইমাম আবু হানিফা (মৃ. ১৫০ হি.), মুল্লা আলি কারি (মৃ.১০১৪হি.), ইমাম বগভি (মৃ.৫১৬ হি.), ইমাম সুবকি (মৃ.৭৭১হি.), ইমাম যারকাশি (মৃ.৭৯৪ হি.), ইমাম ইবনু হাজর আসকালানি (মৃ.৮৫২ হি.), ইমাম বলকিনি (মৃ.৮৬৮ হি.), কাযি হোসাইন (মৃ.৪৬২ হি.), ইমাম ইবনু আরাবি (মৃ.৫৪৩ হি.) মালিকিসহ অনেক আলিমের অভিমত। এ ক্ষেত্রে তাঁরা নিম্নোক্ত দলিলসমূহ পেশ করেন। যেমন-

প্রথম দলিল

عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ إِلَى فَخَّارَةٍ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فَبَالَ فِيهَا فَقُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا عَطْشَانَةٌ فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا، وَأَنَا لَا أَشْعُرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :يَا أُمَّ أَيْمَنَ، قُومِي فَأَهْرِيقِي مَا فِي تِلْكَ الْفَخَّارَةِ قُلْتُ: قَدْ وَاللهِ شَرِبْتُ مَا فِيهَا، قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ :أَمَا إِنَّكِ لَا تَتَّجِعِينَ بَطْنَكِ أَبَدًا .

“উম্মু আইমান রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এক রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ঘরের পাশে একটি মাটির পাত্রে পেশাব করলেন। আমি রাতে ঘুম থেকে ওঠে খুব তৃষ্ণার্তবোধ করলাম। অতঃপর মাটির পাত্রে যা ছিল তা পান করে নিলাম। পাত্রে কী ছিল আমি তা মোটেই অবগত ছিলাম না। অতঃপর সকালে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাকে সম্বোধন করে বলেন, হে উম্মু আইমান, ঘুম থেকে ওঠো এবং মাটির পাত্রে যা আছে তা ফেলে দাও। অতঃপর আমি বললাম, আল্লাহর কসম মাটির পাত্রে যা কিছু ছিলো, তা আমি পান করে ফেলেছি। তিনি (উম্মু আইমান) বলেন, (এ কথা শুনে) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হেসে দিলেন এমনটি তাঁর প্রান্তসীমার দাঁত মোবারক পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়েছিল। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, আল্লাহর কসম তোমার পেটে কখনো পীড়া হবে না (তাবারানি, ১৯৯৪)।“

দ্বিতীয় দলিল

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عَيْدَانٍ ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ فَجَاءَ فَإِذَا الْقَدَحُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَقَالَ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرَكَةُ كَانَتْ تَخْدُمُ أُمَّ حَبِيبَةَ جَاءَتْ مَعَهَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ: أَيْنَ الْبَوْلُ الَّذِي كَانَ فِي الْقَدَحِ؟ قَالَتْ: شَرِبْتُهُ قَالَ: صِحَّةً يَا أُمَّ يُوسُفَ وَكَانَتْ تُكَنَّى أُمَّ يُوسُفَ فَمَا مَرِضَتْ حَتَّى كَانَ مَرَضُهَا الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ.

“ইবনু জুরাইয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা (রাতে) একটি কাঠের পাত্রে পেশাব করে তা খাটের নিচে রেখে দিতেন। একদা ওই পাত্রে কোনো কিছুই নেই দেখে হাবশা থেকে আগত উম্মু হাবিবার সেবিকা বারাকাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জিজ্ঞাসা করেন, পাত্রের পেশাবটুকু কোথায়? তিনি উত্তরে বলেন, আমি এগুলো পান করে নিয়েছি। তখন হুজুর পাক ﷺ বলেন, হে উম্মু ইউসুফ, তোমার পেট সুস্থ থাকবে। এরপর মৃত্যুর অসুস্থতা ছাড়া তিনি আর কোনো দিন অসুস্থ হননি (শাওকানি,২০০৬)।”

তৃতীয় দলিল

عَن ابْن عَبَّاس قَالَ حجم النَّبِي صلى الله عليه وسلم غُلَام لبَعض قُرَيْش فَلَمَّا فرغ من حجامته أَخذ الدَّم فَذهب بِهِ فشربه ثمَّ أقبل فَنظر فِي وَجهه فَقَالَ وَيحك مَا صنعت بِالدَّمِ قَالَ يَا رَسُول الله نفست على دمك أَن أهريقه فِي الأَرْض فَهُوَ فِي بَطْني فَقَالَ إِذهب فقد أحرزت نَفسك من النَّار.

“ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ বংশের একজন বালক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'কে হিজামত করেন। হিজামত করার পরে রক্ত মোবারকটুকু আড়ালে নিয়ে গিয়ে পান করে নিলেন। তাঁর চেহার দিকে তাকিয়ে রাসুলুল্লাহ বলেন, হায়! তুমি রক্তগুলো দিয়ে কী করেছো? তিনি বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার রক্ত মোবারকটুকু মাটিতে ফেলে দিতে আমার হৃদয় বাধা দিয়েছে। তাই তা আমার পেটে স্থান দিয়েছি। এ কথা শোনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, যাও, তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছো (সুয়ুতি, ২০১০)।”

চতুর্থ দলিল

ثنا بُرَيْهُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةَ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ لِي: " خُذْ هَذَا الدَّمَ فَادْفِنْهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ "، أَوْ قَالَ: النَّاسُ وَالدَّوَابُّ شَكَّ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: فَتَغَيَّبْتُ بِهِ، فَشَرِبْتُهُ قَالَ: ثُمَّ سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي شَرِبْتُهُ فَضَحِكَ"

“সাফিনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'কে হিজামত করার পর তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি এ রক্ত মোবারক নিয়ে পশু পাখি ও মানুষ থেকে আড়ালে নিয়ে দাফন করে দাও। আমি এগুলো আড়ালে নিয়ে গিয়ে পান করে নিলাম। পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমার কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে আমি বলেছি যে, এগুলো আমি পান করে নিয়েছি। এ কথা শুনে তিনি হেসে দিলেন (বুখারি, ১৯৯৩)।”

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আরো বহু হাদিস শরিফ রয়েছে। এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইবনু হাজর আসকালানি আলাইহির রহমাহ বলেন,

قد تكاثرت الادلة على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم وعد الائمة ذلك فى خصائصه.

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ফাদালাত পবিত্র হওয়ার উপর অসংখ্য দলিল আদিল্লাহ বিদ্যমান রয়েছে এবং ইমামগণ এসব বিষয়কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করেছেন (ইবনু হাজর আসকালনি, ১৯৬১)।"

এসব হাদিস শরিফ উল্লেখ করার পর ইমাম কাস্তালানি বলেন,

وفي هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه صلى الله عليه وسلم

"এসব হাদিস শরিফ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পেশাব ও রক্ত মোবারক পবিত্র হওয়াকে প্রমাণ করে (কাস্তালানি, ২০১০)।"

পঞ্চম দলিল

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكَ تَأْتِي الْخَلَاءَ فَلَا نَرَى مِنْكَ شَيْئًا من الأذى، فقال: يا عائشة، أو ما عَلِمْتِ أَنَّ الْأَرْضَ تَبْتَلِعُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَلَا يُرَى مِنْهُ شَيْءٌ.

"আয়িশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র খেদমতে আরজ করলেন, আপনি তো শৌচাগারে গিয়ে ফিরে আসেন; কিন্তু আমরা তো সেখানে কিছুই দেখতে পাই না। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, হে আয়িশা! তুমি কি জানো না যে নবিদের থেকে যা কিছু নির্গত হয়, তা মাটি গিলে ফেলে। ফলে আর কিছুই দেখা যায় না (তাবারানি, ১৯৯৫)।"

যদিও এ হাদিস শরিফ সরাসরি প্রমাণ করে না যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পায়খানা মোবারক পাক; তবে এটির ভাবার্থ থেকে তা পবত্র হওয়াই বোঝা যায়। কেননা, হযরত আয়িশা সিদ্দিকাসহ অনেক সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পায়খানা মোবারক শৌচাগারে খুঁজতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সুগন্ধিও পেয়েছিলেন। এসব যদি পবিত্র না হতো, তাহলে তাঁরা তা খুঁজতে যেতেন না। তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁদেরকে নিষেধ করতেন। মূলত তাঁরা তা থেকে বরকত হাসিলের জন্য গিয়েছেন; কিন্তু পাননি। কাযি ইয়াজ (রা.) বলেন,

وَهَذَا الْخَبَرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ من أهل العلم بطهارة هذين الْحَدَثَيْنِ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم

"এ হাদিস শরিফখানা যদিও (মুহাদ্দিসগণের নিকট) প্রসিদ্ধ নয়; তদুপরি একদল আলিমের মতে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পেশাব ও পায়খানা মোবারক পবিত্র (কাজি ইয়াজ, ১৯৮৭)।"

ইমাম কাস্তালানি আলাইহির রহমাহর মতে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র যাবতীয় ফাদালাত মোবারক বিশেষকরে পেশাব, পায়খানা ও রক্ত মোবারক ইত্যাদি পবিত্র প্রমাণিত হওয়ার জন্য এসব দলিলই যথেষ্ট (কাস্তালানি, ২০১০)।

ইমাম কাযি হোসাইন আলাইহির রহমাহ্ বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সবকিছুই পাক। ইমাম আইনি আলাইহির রহমাহ বলেন, এটিই ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রহমাহ'র অভিমত (ইবনু আবিদিন, ১৯৬৬)।

ইমাম বদরুদ্দিন যারকাশি আলাইহির রহমাহ্ বলেন, সকল নবি-রাসুল আলাইহিমুস সালামের পবিত্র শরীর মোবারক থেকে নির্গত যাবতীয় অতিরিক্ত বস্তু বা ফাদালাত মোবারক পবিত্র (যুরকানি, ১৯৯৬)।

দ্বিতীয় অভিমত

কোনো কোনো আলিমের মতে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পেশাব, পায়খানা ও রক্ত মোবারক পবিত্র নয়। এটি ইমাম রাফিয়ি (মৃ. ৬২৩ হি.), ইমাম নাভাভি (মৃ. ৬৬৭ হি.) আলাইহিমার রহমাহসহ একাংশের অভিমত (নাভাভি, ১৯২৬)।

তাঁদের দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পেশাব মোবারক ও পায়খানা মোবারক শেষে ইস্তিঞ্জা করতেন। তিনি এ ক্ষেত্রে পানি, মাটি কিংবা পাথর ব্যবহার করতেন। তিনি কখনো পানি, কখনো পাথর আবার কখনো উভয় একসাথে ব্যবহার করতেন। এ প্রসঙ্গে বহু হাদিস শরিফ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদিস শরিফ উল্লেখ করা হলো। যেমন-

أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

"আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন। তখন আমি ও একজন বালক (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ মতান্তরে সাহাবি বিলাল কিংবা আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) পানির পাত্র ও বর্শা বহন করতাম। তিনি পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন (বুখারি, ১৮৯৩)।"

তাঁদের মতে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পেশাব ও পায়খানার অপবিত্রতা থেকে নিজে বেঁচে থাকতেন এবং উম্মতকে বেঁচে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের আরেকটি যুক্তি হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র এসব ফাদালাত যদি পাক হতো, তাহলে তিনি ইস্তিঞ্জা

করতেন না। কারণ পাক বস্তু থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন নেই। সুতরাং তিনি যেহেতু ইস্তিঞ্জা করতেন, সেহেতু বোঝা যায় যে, এগুলো পাক ছিল না।

তৃতীয় অভিমত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ফাদালত মোবারকসমূহ উম্মতের জন্য পবিত্র ও হালাল; তবে নবীজির জন্য পবিত্র নয়। এটি হলো আলা হযরত আহমদ রেজা ব্রেলভী আলাইহির রহমাহ এর অভিমত। তিনি বলেন-

اقول والقول الفصل عندی ان لانقض منهم صلی اللہ تعالٰی علیهم وسلم بالنوم والغشی ونحوهما مما یحکم فیه بالحدث لمکان الغفلة، واما النواقض الحقیقیة منا فتنقض منهم ایضا صلوات اللہ تعالٰی علیهم وسلامه علیهم لالانها نجسة کلا بل هی فـــ طاهرة بل طیبة حلال الاکل والشرب لنا من نبینا صلی اللہ تعالٰی علیه وسلم کما دل علیه غیر ماحدیث بل لانها نجاسة فی حقهم صلی اللہ تعالٰی علیهم وسلم لرفعة مکانهم ونهایة نزاهة شانهم کما اشرت الیه فهذا مانختاره ونرجوا ن یکون صوابا ان شاء اللہ تعالٰی .
فـ : مسئلہ حضو ر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضلات شریفہ مثل پیشاب وغیرہ سب طیب وطا ہر تھے جن کا کھانا پینا ہمیں حلال وبا عث شفا وسعادت مگر حضور کی عظمت شان کے سبب حضو رکے حق میں حکم نجاست رکھتے .

"আমি (আহমদ রেযা) বলছি, এটাই আমার কাছে চূড়ান্ত কথা যে, ঘুম, অজ্ঞানতা এবং এ ধরনের বিষয়গুলো, যেগুলোর মধ্যে অলসতার স্থান হওয়ার কারণে ওজু ভেঙ্গে যাওয়ার হুকুম দেয়া হয়, সেসব ক্ষেত্রে নবিদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লামা)-অযু ভঙ্গ হয় না। আর যেসব হাকিকি নাপাক (যেমন পেশাব, পায়খানা) বের হওয়ার কারণে আমাদের ওজু ভেঙ্গে যায়, সেসব বস্তু দ্বারা নবি-রাসুল আলাইহিমুস সালামেরও ওযু ভেঙ্গে যায়; তবে তা তাঁদের ফাদালাত(সাধারণভাবে)নাপাক হওয়ার কারণে নয়। কেননা, এগুলো শুধু পাক ও পবিত্রই নয়; বরং এগুলো খাওয়া ও পান করা আমাদের জন্য হালাল, যা একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তদুপরি এগুলোর কারণে তাঁদের ওজু ভঙ্গের কারণ হলো,পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁদের অবস্থান এবং তাঁদের মর্যাদা সর্বোচ্চ হওয়ায় তাঁদের ফাদালাত মোবারক তাঁদের জন্য অপবিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। যেভাবে আমি পূর্বেও ইঙ্গিত করেছি। এটাই আমাদের নির্বাচিত অভিমত এবং আমরা আশা রাখি যে, এটিই সঠিক মত ইনশা আল্লাহ।

মাসআলা: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র অবশিষ্টাংশ, যেমন পেশাব ইত্যাদি সবই পবিত্র এবং সুগন্ধযুক্ত ছিল। এগুলো আমাদের জন্য খাওয়া ও পান করা হালাল এবং এটি আরোগ্য ও সৌভাগ্যের কারণ। তবে রাসুলুল্লাহর মর্যাদা ও মহত্বের কারণে এগুলো তাঁর ক্ষেত্রে অপবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয় (রেযা, ২০১৬)।"

উপরে বর্ণিত দু'দলের উত্থাপিত হাদিসসমূহ তথা দলিলসমূহের সমন্বয়ে ইমাম আহমদ রেযা (রা.) এ অভিমত ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয়প্রকার ফাদালাতের বর্ণনা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র আরেক প্রকার ফাদালাত যেমন, ঘাম, থুথু , নাকের শ্লেষ্মা ও চুল মোবারক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে অত্যাধিক পবিত্র, বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোনো আলিমের দ্বিমত নেই। কেননা, এগুলো অত্যন্ত বরকতময়, শারাফতপূর্ণ ও পবিত্র হওয়ার বিষয়টি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। মেযন-রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ঘাম মোবারক সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ عِنْدَنَا، فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلَتْ تَسْلِتُ العَرَقَ فِيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: يا أُمَّ سُلَيْمٍ، ما هذا الذي تَصْنَعِينَ؟ قالَتْ: هذا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ في طِيبِنَا، وَهو مِن أَطْيَبِ الطِّيبِ. وفي رواية للنسائي: فضحك النبيُّ.

"আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের কাছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আগমন করেন এবং আমাদের বাড়িতে শুয়ে পড়লেন। তিনি ঘামলেন এবং আমার মা (উম্মু সুলাইম) একটি বোতল নিয়ে এলেন এবং তাঁর ঘাম মোবারক বোতলে সংগ্রহ করতে লাগলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা জেগে উঠে বললেন, 'হে উম্মু সুলাইম, তুমি এটা কী করছো? তিনি বললেন, এটি আপনার ঘাম। আমরা এটি আমাদের সুগন্ধিতে মেশাই। কারণ, এটি সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সুগন্ধ (মুসলিম, ১৯৫৫)। ইমাম নাসায়ির আরেকটি বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তখন হেসেছিলেন (নাসায়ি, ১৯৩০)।"

এ ব্যাপারে বর্ণিত আরেকটি হাদিস হলো,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ علَى فِرَاشِهَا، وَلَيسَتْ فِيهِ، قالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَومٍ فَنَامَ علَى فِرَاشِهَا، فَأُتِيَتْ، فقِيلَ لَهَا: هذا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَامَ في بَيْتِكِ علَى فِرَاشِكِ، قالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ، وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ علَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ علَى الفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذلكَ العَرَقَ فَتَعْصِرُهُ في قَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: ما تَصْنَعِينَ يا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا، قالَ: أَصَبْتِ.

“আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উম্মু সুলাইম (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করতেন এবং তার বিছানায় শুয়ে থাকতেন, যদিও তিনি ঘরে থাকতেন না। একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এলেন এবং তার বিছানায় ঘুমালেন। উম্মু সুলাইমকে খবর দেওয়া হলো, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আপনার ঘরে আপনার বিছানায় ঘুমাচ্ছেন। তিনি এসে দেখলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ঘামছেন এবং তার ঘাম বিছানায় চামড়ার একটি অংশে জমে গেছে। তিনি তার পাত্র খুললেন এবং সেই ঘাম শুকিয়ে বোতলে সংগ্রহ করতে লাগলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ঘুম থেকে জেগে ভীত হয়ে বললেন, "হে উম্মু সুলাইম! তুমি কী করছো? উম্মু সুলাইম বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! আমরা এই ঘাম আমাদের সন্তানদের জন্য বরকত হিসেবে আশা করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বললেন, ‘তুমি সঠিক করেছো (মুসলিম, ১৯৫৫)।”

এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র থুথু মোবারক ও ব্যবহৃত অজুর পানিও সাহাবিদের নিকট বরকতময় হিসেবে বিবেচিত হতো। যেমন সাহাবি উরওয়াহ ইবনু মাসউদ (রা.) মুশরিকদের প্রতিনিধি হয়ে কথা বলতে মদিনায় এসেছিলেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার পর তিনি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে তার অনুভূতি পেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন,

وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى المُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ، وَكِسْرَى، وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، وَاللهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ.

"আল্লাহর শপথ! আমি অনেক রাজাদের কাছে গিয়েছি, কায়সার, কিসরা এবং নাজাশির কাছেও গিয়েছি। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো কোনো রাজাকে তার অনুসারীদের কাছ থেকে এমন সম্মান পেতে দেখিনি, যেমনভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে তার সাহাবিগণ সম্মান করতেন। আল্লাহর শপথ! যদি তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো থুথু ফেলতেন, তা তাঁর সাহাবিদের কারো হাতেই পড়তো এবং তাঁরা তা তাঁদের মুখে বা শরীরে মাখিয়ে নিতো। যখন তিনি তাঁদের কিছু নির্দেশ দিতেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই তা পালন করতে ব্যস্ত হয়ে যেতো। আর যখন তিনি ওজু করতেন, তখন তাঁর ওজুর পানি সংগ্রহ করা নিয়ে সাহাবিগণ লড়াই করার উপক্রম হতেন (বুখারি, ১৮৯৩)।”

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি আলাইহির রহমাহ বলেন,

ومن الاستنباط من هذا الحديث، التبرك ببزاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقيرا له وتعظيما.

“এই হাদিস থেকে মাসআলা বের করা হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা-এর থুথুর মাধ্যমে বরকত লাভ করা, তাঁর প্রতি সম্মান ও মহত্ব প্রদর্শনের একটি নিদর্শন (আইনি, ২০১০)।”

এভাবে সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র চুল মোবারক বরকত লাভের জন্য তাঁদের কাছে সংগ্রহ করে রাখতেন এমনকি তাঁর কোনো চুল মাটিতে পড়তে দিতেন না। যেমন আনাস রা. বলেন-

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ، وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ.

“আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখেছি যখন নাপিত তাঁর চুল কাটছিল তাঁর সাহাবিগণ তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন এবং তাঁরা কোনো চুল মাটিতে পড়তে দিতেন না; বরং তা যেন তাদের কারো হাতে পড়ে (মুসলিম, ১৯৫৫)।”

এসব সংগৃহীত চুল মোবারক দ্বারা তাঁদের পরবর্তী বংশধররাও বরকত লাভ করেছেন। যেমন ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলের ছেলে আবদুল্লাহ বলেন-

رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبيّ، فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويغمسها في الماء، ويشربه يستشفي به، ورأيته أخذ قصعة النبيّ، فغمسها في جب الماء ثم شرب فيها.

“আমি দেখেছি, আমার পিতা (ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল) রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি চুল নিয়ে সেটি তার মুখে লাগিয়ে চুম্বন করছেন। আমার মনে হয় যে, আমি তাকে দেখেছি সেই চুল তার চোখে লাগাচ্ছেন এবং পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি শেফা লাভের উদ্দেশ্যে পান

করছেন। আমি তাকে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি পাত্র নিতেও দেখেছি, যা তিনি পানির হাউজে ডুবিয়ে তারপর সেই পানি পান করেছেন (যাহাবি, ১৯৮৫)।"

তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র এসব ফাদালাত ছাড়াও তাঁর স্পর্শধন্য বস্তুগুলো বরকতপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি দালিলিকভাবে প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জুব্বা মোবারক তারই প্রমাণ বহন করে। যেমন আসমা (রা.)কাছে এর নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি জুব্বা মোবারক সংরক্ষিত ছিল। তিনি জুব্বাটি বের করে বলেন,

هذِه جُبَّةُ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، هذِه كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا، وَكانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بهَا.

"এটি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জুব্বা। এটি আয়িশা (রা.)-এর কাছে ছিল যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর আমি এটি গ্রহণ করেছি। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি পরিধান করতেন এবং আমরা এটি ধুয়ে সেই পানি রোগীদের জন্য ব্যবহার করতাম, যাতে তারা আরোগ্য লাভ করতে পারে (মুসলিম, প্রাগুক্ত)।"

পর্যালোচনা

রাসুলুল্লাহর উল্লিখিত দুই প্রকার ফাদালাতের মধ্যে দ্বিতীয়প্রকারটি তথা তাঁর ঘাম, থুথু,নাকের শ্লেষ্মা ইত্যাদি বরকময়পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। তাই বিষয়টি সাধারণ মানুষের পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি নাপাক। এতে কারো দ্বিমত নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ফাদালাত মোবারাক তথা পেশাব, পায়খানা ও রক্ত মোবারকও কি সাধারণ মানুষের কাতারে অন্তর্ভুক্ত থাকবে, নাকি থাকবে না, তা নিয়ে একাধিক অভিমত আমরা উপরে দেখেছি। উপরিউক্ত মতসমূহের মধ্যে রাসুলুল্লাহর ফাদালত মোবারকসমূহ আমাদের জন্য পবিত্র,শিফা ও হালাল হওয়ার মতটি আমাদের কাছে বিশুদ্ধ মনে হয়েছে। দলিল থেকে জানা যায়, কয়েকজন সাহাবি বিশেষকরে হযরত উম্মু আইমান ও বারাকাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পেশাব মোবারাক পান করেছেন। এ কথা জেনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁদেরকে ধমকও দিলেন না, তিরস্কারও করেননি, মুখের ভেতরে বাইরে ধৌত করতে বলেননি এবং এ ধরনের কাজ ভবিষ্যতে না করার নির্দেশও দেননি; বরং তাঁদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। উম্মু আইমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর কথা শুনে তিনি সহাস্যে বলেন, তোমার পেটে আর কখনো পীড়া হবে না এবং দেখা গেছে যে, তিনি মৃত্যু রোগ ছাড়া অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হননি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হযরত বারাকাকে বলেছেন, তোমার পেট সুস্থ থাকবে তথা কোনো রোগ হবে না। এগুলো সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। একইভাবে কয়েকজন সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রক্ত মোবারক পান করেছেন। তিনি তাঁদের কাউকে ধমকও দিলেন না, নিষেধও করেননি; বরং সুসংবাদ ও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষামতে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর উপস্থিতিতে কোনো কাজ করা হলে, তা যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিষেধ না করেন, তাহলে এটিকে 'হাদিসে মারফু তাকরিরি' বলা হয়। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ফাদালাত পান করার বৈধতা হাদিসে মারফু দ্বারা প্রমাণিত। মনে রাখতে হবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কাউকে কোনোদিন কোনো নাপাক বস্তু খাওয়ার অনুমতি দেননি। কুরআন ও অসংখ্য হাদিস দ্বারা নাপাক বস্তু খাওয়া ও পান করা অকাট্যভাবে হারাম প্রমাণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ফাদালাত যদি নাপাক হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই তা পান করার জন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন এবং ভবিষ্যতে পান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। সেখানে এর কোনোটিই ঘটেনি। একইভাবে কয়েকজন সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রক্ত মোবারক পান করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর, সাফিনা, একজন কুরাইশ বালক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কুরাইশ বালককে বলেছিলেন,

إذهب فقد أحرزت نَفسك من النَّار

"যাও, তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছো।" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রক্ত মোবারক পান করে তাঁকে বলার পর তিনি মুচকি হেসে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র রক্ত মোবারক যদি পাক না হতো, তাহলে অবশ্যই তাঁদেরকে কঠোরভাবে তিরস্কার করে নিষেধ করতেন এবং অসন্তুষ্ট হতেন; কিন্তু নিষেধের পরিবর্তে তিনি তাঁদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র রক্ত মোবারক পবিত্র। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পেশাব ও রক্ত মোবারক সাধারণ

মানুষের রক্তের মতো নয়। এগুলো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের রক্তের সাথে মিল ছিলো না। যেমন সাধারণ মানুষের রক্তের স্বাদ নোনতা হয় আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর রক্ত মোবারকের স্বাদ মধুর মতো সুস্বাদু এবং রক্তের সুগন্ধি মিশক-আম্বরের মতো। হযরত আব্দুলহ ইবনু যুবাইর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র রক্ত মোবারক পান করেছিলেন। তাঁকে একদা ইমাম শাবি রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করেছিলেন,

كيف وجدت طعم الدم فقال أما الطعم فطعم العسل وأما الرائحة فرائحة المسك

"আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র রক্ত মোবারকের স্বাদ কেমন পেয়েছেন? তিনি বলেন, স্বাদ ছিলো মধুর মতো আর সুঘ্রাণ ছিলো মিশক-আম্বরের মতো (কারি, ২০০০)।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পায়খানা মোবারক পাক হওয়ার বিষয়টি সরাসরি হাদিস শরিফ দ্বারা প্রমাণিত নয়; বরং উল্লিখিত দলিলের ওপর কিয়াস করে আলিমগণ মত প্রকাশ করেন যে, তাঁর পায়খানা মোবারকও পবিত্র। তবে উম্মুল মু'মিনিন আয়িশা সিদ্দিকাসহ কয়েকজন সাহাবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর শৌচাগারে গিয়ে এগুলো খুঁজেছেন; কিন্তু পাননি। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, নবি-রাসুলগণের এসব বস্তু মোবারক মাটি সাথে সাথেই গ্রাস করে ফেলে। ফলে অন্য কারো এগুলো পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, সাহাবিগণ কর্তৃক এগুলো খোঁজার ব্যাপারটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জানার পরও তাঁদেরকে তিরস্কারও করেননি এবং নিষেধও করেননি। এগুলো যদি পাক না হতো, তাহলে তিনি বলে দিতেন যে, তোমরা এসব থেকে দূরে থেকো। কারণ তিনি উম্মতকে নাপাকি থেকে দূরে থাকার জন্য বহু হাদিসে ইরশাদ করেছেন। যাঁরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর পায়খানা মোবারক খুঁজতে গিয়েছেন, তাঁরা সেখানে মিশক আম্বরের খুশবু ছাড়া আর কিছুই পাননি। এতে বোঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এসব বরকতময় বস্তু সাধারণ মানুষের সাথে কোনো ক্ষেত্রে মিল নেই। তাই সাধারণ মানুষের পেশাব, পায়খানা ও রক্ত নাপাক হওয়ার দলিলের সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর এসব ফাদালাতকে মিলানো যৌক্তিক নয়। এজন্য ইবনু হাজর আসলকালানি (মৃ. ৮৫২ হি.), মুল্লা আলি কারি (মৃ. ১০১৪ হি.), কাযি ইয়াজ (মৃ. ৫৪৪ হি.) আলাইহিমুর রহমাহ্ প্রমুখ বলেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ফাদালাত মোবারক পবিত্র হওয়ার বিষয়টি তাঁর বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত।

যাঁরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ফাদালাত মোবারককে পবিত্র মনে করেন না, তাঁদের দলিল হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাজত শেষে ইস্তিঞ্জা করতেন। এসব যদি পাক হতো, তাহলে তো ইস্তিঞ্জাও করতেন না। তিনি যেহেতু এসব থেকে পবিত্রতা অর্জন করতেন, সেহেতু প্রমাণিত হয় যে, এগুলো পাক ছিল না (নাভাভি,১৯২৬)। আমাদের মতে, এ যুক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর ফাদালাত মোবারক নাপাক হওয়াকে প্রমাণ করে না। কারণ মানুষ তো বহু পবিত্র বস্তুও ধোয়ে ফেলে যেমন, কলমের কালি মানুষের কাছে পবিত্র ও সম্মানিত এবং মধু,দুধ,আনারের জোস ও ইলিশের ঝোল ইত্যাদি খাবার হিসাবে মানুষের কাছে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট,সুস্বাদু ও কাঙ্খিত হওয়া সত্ত্বেও কারো শরীরে বা পোশাকে এগুলো লাগলে এমনভাবে ধোয়ে পরিস্কার করা হয়,যাতে এগুলোর কোনো আলামত বাকি না থাকে। এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাও স্বীয় সমুন্নত মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব রক্ষার্থে এবং উম্মতকে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে এসব থেকে ইস্তিঞ্জা করতেন। সেসব আলিমগণ ফাদালাত পবিত্র মনে করেন, তাঁরা বলেন, 'এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর জন্য মুস্তাহাব ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর অধিক পরিচ্ছন্নতা বোধের পরিচায়ক (নাভাভি, প্রাগুক্ত)।"

আলা হযরত আহমদ রেযার মতে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র অবশিষ্টাংশ, যেমন পেশাব ইত্যাদি, সবই পবিত্র এবং সুগন্ধযুক্ত ছিল। এগুলো আমাদের জন্য খাওয়া ও পান করা হালাল এবং এটি আরোগ্য ও সৌভাগ্যের কারণ। তবে রাসুলুল্লাহর মর্যাদা ও মহত্বের কারণে এগুলো তাঁর নিজের ক্ষেত্রে অপবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

আমরা মনে করি, এ মতটি মেনে নিলে উভয় প্রকার হাদিস শরিফের মাঝে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কোনো প্রকার বৈপরীত্য থাকে না এবং কোনো প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া সরাসরি স্ব স্ব ক্ষেত্রে হাদিস শরিফগুলো সহজে প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং এ মতটিই আমাদের নিকট অধিকতর বিশুদ্ধ, যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত। এ অভিমতের ভিত্তিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র এসব ফাদালাত যেহেতু তাঁর নিজের জন্য পাক নয়, সেহেতু তিনি এগুলো থেকে ইস্তিঞ্জা ও ওজু করতেন। সুতরাং রাসুলুল্লাহ ﷺ ইস্তিঞ্জা করার কারণে এসব ফাদালাত আমাদের জন্য নাপাক হওয়া প্রমাণিত হয় না।

উপসংহার

ফাদালতের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইস্তিঞ্জা ও ওজু করতেন সত্যি। তবে তা সর্বসাধারণের জন্য নাপাক হওয়ার কারণে নয়; বরং তাঁরা তাঁদের মর্যাদা রক্ষার্থে এগুলো থেকে ইস্তিঞ্জা ও ওজু করতেন যেন এগুলো তাঁদের জন্য অপবিত্র। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাঁরা তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করেন, তাঁরা কোনো নাজায়েজ কাজ তো অনেক দূরের কথা; বরং তাঁদের জন্য মাননসই নয়, এমন বৈধ কাজ থেকেও দূরে থাকতেন। মুত্তাকি ব্যক্তির অবস্থা যদি এমন হয়, সেখানে নবি-রাসুল আলাইহিমুস সালামের অবস্থা কী হবে সহজেই অনুমেয়। আর নবি-রাসুল আলাইহিমুস সালামের মধ্যে আমাদের মহানবী সাইয়িদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর কী অবস্থান, তা বলারই অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ মানুষের বহু বৈধ কাজও মুত্তাকিদের কাছে মন্দ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে সুফিগণ বলেন,

حسنات الابرار سيئات المقربين

অর্থ্যাৎ ‘সৎ বান্দাদের সৎকর্ম মুকাররাবিন তথা উঁচু পর্যায়ের মুত্তাকিদের জন্য (যেন) মন্দকাজ।’তাই নবি-রাসুলগণ আলাইহিমুস সালাম এমন বৈধ কাজ থেকেও দূরে থাকতেন, যা তাঁদের জন্য শোভনীয় নয়। অতএব দালিলিক পর্যালোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, নবি-রাসুলগণ বিশেষকরে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর যাবতীয় ফাদালাত বিশেষকরে পায়খানা,পেশাব ও রক্ত মোবারক ইত্যাদি উম্মতের জন্য অত্যন্ত বরকতময়,পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ, আরোগ্য ও সৌভাগ্যে অর্জনের বড় মাধ্যম এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এর সর্বোচ্চ মর্যাদা বিবেচনায় তাঁর জন্য পবিত্র নয়।

তথ্যসূত্র

1. তাবারানি, সুলাইমান ইবনু আহমাদ (1994)। *আল্-মু’জামুল কাবির* । মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়্যাহ।
2. তাবারানি, সুলাইমান ইবনু আহমাদ (1995)। *আল্ মু’জামুল আউসাত্ব*। দারুল হারামাইন।
3. শাওকানি,মুহাম্মদ ইবনু আলি (2006)। *নাইলুল আওতার* । দারু ইবনিজ্ জাওযি লিন্ নাশর ওয়াত-তাওযি।
4. সুয়ুতি , আবদুর রাহমান ইবনু আবি বাকর (2010)। *আল্ খাসায়িসুল কুবরাহ্* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ্।
5. বুখারি, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল (1993)। *আত্ তারিখুল কবির*। আন্ নাশিরুল মুতামাইয়ায লিত্ তাবাআ ওয়ান নাশার।
6. বুখারি, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল (1893)। *আল্ জামিউ আস্ সহিহ্*। আল্ মাতবাআতুল কুবরা আল্ আমিরিয়্যাহ্,।
7. কাস্তালানি, আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ (2010)। *আল্ মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ্*। আল-মাকতাবাতুত্ তাওফিকিয়্যাহ।
8. মুসলিম, আবুল হুসাইন ইবনুল হাজ্জাজ (1955)। *আস-সহিহ*। দারু ইয়াহইয়ায়িত্ তুরাসিল আরাবি।
9. মুল্লা আলি কারি, আলি ইবনু মুহাম্মদ (2000)। *শারহুশ শিফা*। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্,।
10. কাযি ইয়াজ, আবুল ফদল ইবনু মুসা (1987)। *আশ্ শিফা* । দারুল ফাইহা।
11. ইবনু আবিদিন আশ্ শামি,মুহাম্মদ আমিন (1966) । *রাদ্দুল মুহতার*। মুস্তাফা আল্ বাবি।
12. যুরকানি, মুহাম্মদ ইবনু আবদিল বাকি (1996)। *শারহুয্ যুরকানি আলাল মাওআহিবিল লাদুনিয়্যাহ্*, । দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ।
13. নাভাভি, আবু যাকারিয়া মুহিউদ্দিন ইবনু শারাফ (1926)। *আল্ মাজমু শারহুল মুহাযযাব* । দারু ইদারাতুত্ তাবাআ আল্ মুনিরিয়্যাহ্, ।
14. ইবনু হাজর আসকালানি,আহমাদ ইবনু আলি (1961)। *ফাতহুল বারি*। আল্ মাকতাবাতুস্ সালাফিয়্যাহ।
15. রেযা, আহমাদ (2016)। *ফাতাওয়ায়ে রযভিয়্যাহ্*, । মাকতাবায়ে দা’ওয়াতে ইসলামি।
16. আইনি,বাদরুদ্দিন মাহমুদ ইবনু আহমাদ (2010)। *উমদাতুল কারি*। দারুল ফিকর।
17. নাসায়ি, আহমাদ ইবনু আলি (1930) । *আস-সুনান*। আল-মাকতাবাতুজ তিজারিয়্যাহ আল-কুবরাহ।
18. যাহাবি, মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ (1985)। *সিয়ারু আলামিন নুবালা*। মুআস্সাসাতুর রিসালাহ।